ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 194 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩৫০ ● কলকাতা ● ১৩ পৌষ, ১৪৩২ ● সোমবার ● ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 157

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আমরা এই প্রশ্ন যখন নিজেকে করি, আমাদের চিত্ত ভিতরের দিকে চলে যায়। আমরা সারা দুনিয়ার খোঁজ করি কিন্তু নিজে নিজেকে কখনও খুঁজি না। যা খোঁজ করা দরকার, তা ছেড়ে বাইরে সব খুঁজতে থাকি। আর যেই না এই প্রশ্ন জানার চেষ্টা করি, তখন আমাদের ভিতরের যাত্রা শুরু হয়ে যায়, তখন আমরা জেনে যাই "শরীর আর 'আমি' আলাদা আলাদা।"

ক্রমশঃ

জ্ঞানেশ্বরী নাশকতায় তৃণমূল জড়িত, যারা জড়িত, তারা এখন তৃণমূলের নয়নের মণি: শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভা নির্বাচনের আগে জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস বিস্ফোরণের প্রসঙ্গ টেনে আনলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার ষড়যন্ত্রে তৃণমূল জড়িত। তাঁর আরও বক্তব্য, জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় জড়িতরা এখনও তৃণমূলে রয়েছেন।

তাহলে এখন তিনি মামলা করুন, রাজসাক্ষী হয়ে যান।" প্রসঙ্গত, ২০১০ সালের ২৮মে ঝাড়গ্রামের সর্ডিহার রাজাবাঁধ এলাকায় লাইনচ্যুত হয় জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস। সেই সময়ে ডাউন লাইনে উল্টো দিক থেকে আসা একটি মালগাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

আটক হুমায়ুনের ছেলে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নিরাপত্তারক্ষী কনস্টেবলকে মারধরের অভিযোগে আটক হুমায়ুন কবীরের ছেলে। পাল্টা বৃহস্পতিবার এসপি অফিস ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন হুমায়ুন কবির। এই ইস্যুতে এবার মুখ খুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী।পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে, রবিবার সকালে হুমায়ুন কবীরের নিরাপত্তারক্ষী, কনস্টেবল জুম্মা খান অভিযোগ জানিয়েছেন, তিনি ছুটি চাইতে গেলে তাঁকে বেধড়ক মারধর করেন হুমায়ুন কবীরের ছেলে রবিন। হুমায়ুন কবীরের অফিসের নীচের তলায় সকলের সামনে এই ঘটনা ঘটে। ছেলেকে আটক করার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি শক্তিপুর থানায় পৌঁছন হুমায়ুন কবীর। প্রায় এক ঘণ্টা পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন।অধীর চৌধুরী বলেন, 'পুলিশ কেন গেল এবং পুলিশের বিরুদ্ধে সেই বা কেন কেস করল ?সবটাই তদন্ত সাপেক্ষ। আমরা তো এখান থেকে কিছু বলতে পারি না। ..এসপি অফিস ঘেরাও করার নামে, পুলিশকে শিক্ষা দেওয়ার থেকে, যেহেতু তিনি পশ্চিমবঙ্গের মসজিদ নির্মাণ করার জন্য লড়াই করছেন বা চেষ্টা করছেন, জানি না চেষ্টার পরিণাম কী হবে ? কারণ এখনও পর্যন্ত সেই জমি কোথায় ? তা জানি না। মসজিদ যে কোথায়, তা জানি না। প্ল্যান আদৌ পাশ হয়েছে কিনা, তা জানা নেই।...স্বাভাবিকভাবেই গোটা মসজিদ নির্মাণের বিষয়টাকে নিয়েই, মানুষের মুখে বিভিন্ন রকমের প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে।'

অপরদিকে, শমীক ভট্টাচার্য বলেন,' হুমায়ুন কবিরকে জন সমক্ষে আরও, প্রমিনেন্ট করে তোলার একটা প্রচেষ্টা মাত্র। হুমায়ুন কবির তৃণমূলের সৃষ্টি। হুমায়ুন কবির তৃণমূলের কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করতে চায়। সুতরাং এখন বাড়িতে পুলিশ যাবে। তাঁকে গ্রেফতার করবে। অনেক নাটক হবে।তার জনপ্রিয়তা বাড়ানো, তাঁকে আরও ফোকাসড করা। তৃণমূল কংগ্রেস যদি লুটপাট করে ভোটে না জিততে পারে, এই হুমায়ুনদের কাছেই তাঁদের আশ্রয় নিতে হবে।' হুমায়ুন কবীর আর বিতর্ক পিছু ছাড়ে না। হুমায়ুন কবীরের নিরাপত্তারক্ষী ছুটি চাইতে গেলে বিবাদে জড়ান হুমায়ুন কবীর ও তার ছেলের সঙ্গে। গড়াল জল অনেক দূর। শক্তিপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হল। যদিও এই দাবি উড়িয়ে পাল্টা নিরাপত্তারক্ষীর বিরুদ্ধেই অভিযোগ তুলেছেন সাসপেন্ডেড তৃণমূল নেতা। হুমায়ুন কবীর বলেন, আমাকে নিরাপত্তারক্ষী অনুমতি ছাড়া আমার অফিস ঘরে ঢুকে মারতে গিয়েছিল। তার জন্য ছেলে তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছে। তার জন্য যদি পুলিশ যায়, পুলিশ অ্যাকশন করুক। আমি মুর্শিদাবাদের পুলিশকে বলছি, বৃহস্পতিবার ১২টার সময় ঘিরব। প্রমাণ হলে সিসি ক্যামেরাতে লোড করা আছে, প্রমাণ দেওয়া হবে। আর যেদিন SP-কে ঘিরব, সেদিন SP বুঝে যাবে, মুর্শিদাবাদে কার সঙ্গে খেলতে যাচ্ছে।

নিউটাউনে দুর্গাঙ্গনের শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কথা দিয়েছিলেন। এবার সে কথা রাখলেন তিনি। আর তার জেরেই প্রতীক্ষার অবসান হয়ে গেল। আগের দেওয়া কথা অনুযায়ী চলতি মাসেই শিলান্যাস হতে চলেছে নিউটাউনে প্রস্তাবিত দুর্গাঙ্গনের। আগামী ২৯ ডিসেম্বর নিউটাউনে এই দুর্গাঙ্গনের শিলান্যাস করা হবে। তারপরই শুরু হয়ে যাবে দুর্গাঙ্গন নির্মাণের কাজ।এছাড়া নবান্ন সূত্রে খবর, এবার দুর্গাঙ্গন তৈরির কাজ কম সময়ের মধ্যে এগিয়ে গেল। গত অগস্টে দুর্গাঙ্গনের দরপত্র আহ্বান করে হিডকো। টেন্ডার শেষে কাজ শুরুর পর দু'বছরের মধ্যে দুর্গাঙ্গন তৈরি হয়েছে। ফলে সব ঠিক থাকলে ২০২৭ সালে নিউটাউনে দুর্গাঙ্গন সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যাবে। তারপর এটি রাজ্যের একটি বড় পর্যটন ও সাংস্কৃতিক আকর্ষণ কেন্দ্র হবে। তবে সোমবার দুর্গাঙ্গনের শিলান্যাসের পর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিক্রিয়া যে নেতিবাচক হবে সেটা আগেই জানেন মুখ্যমন্ত্রী। তবু মানুষের আবেগকে সম্মান দিয়ে নিজের কথা রাখলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।হ্যাঁ, কথা দিয়ে কথা রাখলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নিউটাউন বাসস্ট্যান্ডের বিপরীতে অ্যাকশন এরিয়া-ওয়ানে প্রায় ১৭ একরেরও বেশি জমিতে

এরপর ৩ পাতায়

সাব-ইনস্পেক্টরের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ! ক্যানিংয়ে শোরগোল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্যানিং থানার পুলিশ কোয়ার্টার থেকে উদ্ধার হয়েছে মহিলা হোমগার্ডের দেহ। যার পর ওই থানারই সাব-ইনস্পেক্টরের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ করল মৃতার পরিবার। রবিবার সকাল থেকে এ নিয়ে শোরগোল এলাকায়।অন্য দিকে, পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে। এখনই কোনও প্রতিক্রিয়া দেবে না তারা।

উল্লেখ্য, মৃতার বাবা রশিদ মোল্লা তৃণমূল কর্মী ছিলেন। ২ বছর আগে পঞ্চায়েত ভোটের সময় ভাঙড়ে খুন হন তিনি। তার পরেই হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হয় রশিদের বড় মেয়েকে।স্থানীয় সূত্রে খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্যানিং থানায় চাকরি করতেন গুলজান পারভিন মোল্লা ওরফে রেশমি। বাড়ি জীবনতলা থানার মৌখালি এলাকায়। কর্মসূত্রে পুলিশ কোয়ার্টারে থাকতেন তিনি। পুলিশের একটি সূত্রে খবর, শুক্রবার ২২ বছরের রেশমি ডিউটি ছেড়ে হঠাৎ ক্যানিং

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

জ্ঞানেশ্বরী নাশকতায় তৃণমূল জড়িত, যারা জড়িত, তারা এখন তৃণমূলের নয়নের মণি: শুভেন্দু

হয়েছিল জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের। এই রেল দুর্ঘটনায় ১৪৫ জন মারা গিয়েছিলেন বলে খবর। একে একে ১৪৫ জনের দেহ এবং দেহাংশ উদ্ধার হয়েছিল দুর্ঘটনাস্থল থেকে। এর মধ্যে ৩৭ জনের দেহ শনাক্ত করা যায়নি।ছত্রধর মাহাত তৃণমূলের নয়নের মণি বলেও উল্লেখ করেন শুভেন্দু। ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরের সভা থেকে তোপ দেগেছেন শুভেন্দু অধিকারী। ছত্রধর মাহাতর প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যের নাকি সম্পাদক, সেই ছত্রধর মাহাত, এখানে জনসাধারণের কমিটি তৈরি করেছিলেন। সালটা ২০০৭-০৮।

কীভাবে মাইলের পর মাইল জঙ্গলমহলের বৃদ্ধবৃদ্ধাদের হাঁটাতেন মিছিলে। সেই ছত্রধর মাহাত এখন তৃণমূল কংগ্রেসের নয়নের মনি।" সেই কথা প্রসঙ্গেই শুভেন্দু বলেন, "জ্ঞানেশ্বরী হত্যাকাণ্ড, যেখানে ১০০-র বেশি নিরীহ যাত্রী খুন হয়েছিলেন। তাঁরা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা।" এসআইআর আবহে বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের দামামা কার্যত বেজে গিয়েছে। যুযুধান দুই পক্ষ নিজেদের জনসংযোগ প্রচারে নজর দিয়েছে, নতুন করে ঘুঁটি সাজাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে জঙ্গলমহলের মাটিতে দাঁড়িয়ে এতদিন পর জ্ঞানেশ্বরী-নাশকতা প্রসঙ্গ উত্থাপনের পিছনে যে বিরোধী দলনেতার বৃহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে, সেটা স্পষ্ট রাজনৈতিক মহলের কাছে। এপ্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের পাল্টা খোঁচা, "ঘটনাটি ২০১০ সালের। সে সময়ে কেন্দ্রে কংগ্রেস, আর বাংলায় কমিউনিস্ট সরকার ছিল। সেক্ষেত্রে হঠাৎ শুভেন্দু সব ভুলে গিয়ে এর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসকে জড়াচ্ছেন কীভাবে?

এরপর তো বলবেন চিনের যে '৬২ সালের যুদ্ধ, তার জন্যও তৃণমূল দায়ী। এত আজগুবি কথা কীভাবে বলেন।" তাঁর পাল্টা প্রশ্ন, "২০১০ সালের ২৮ মে ঘটনা ঘটেছে। সে সময়ে শুভেন্দু দাবি করছেন, তিনি জঙ্গলমহলের দায়িত্বে ছিলেন। তাহলে তো তাঁর এতদিনে বলা উচিত ছিল।" এদিকে, কংগ্রেস মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায় বলেন, "আমরা তো এই অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে করে এসেছি।

শুভেন্দু অধিকারী তো এখন ভয়ঙ্কর কথা বলছেন। আজকে উনি অন্য দলে গিয়ে অন্য কথা বলছেন, সেটা আলাদা প্রশ্ন। কিন্তু সে সময়ে তো তিনি তৃণমূলেই ছিলেন। এতদিনে কেন মুখ খোলেননি।

(2 পাতার পর)

নিউটাউনে দুর্গাঙ্গনের শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী

দুর্গাঙ্গন প্রকল্পের সূচনা হবে। নবান্ন সূত্রে খবর, দুর্গাঙ্গন নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে আনুমানিক ২৬১ কোটি ৯৯ টাকা।

এদিকে তিন বছর আগে দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর 'ওয়ার্ল্ড ইনট্যানজিবেল হেরিটেজ' তকমা পায়। আর চলতি বছরের ২১ জুলাই শহিদ দিবসে ধর্মতলা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, নিউটাউনে দুর্গাঙ্গন তৈরি হবে। এবার তাঁর কথা মতো কাজও শুরু হয়ে যায়। চলতি বছরের মধ্যেই দুর্গাঙ্গন তৈরির কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। গত ২ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, চলতি মাসেই ভিতপুজো হবে। প্রাথমিক নকশা সম্পর্কে যা জানা গিয়েছে তা হল, মূল ফটকটি তৈরি হবে একটি মন্দিরের ধাঁচে। সেখান থেকে দুদিকে সবুজ ঘাসের বুক চিড়ে মার্বেলের রাস্তা ধরে পৌঁছনো যাবে মূল মন্দিরের প্রবেশপথে। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সময়মতো দুর্গাঙ্গনে পুজোর দিনক্ষণ স্থির হয়। এই শিলান্যাস এবং ভিতপুজো হতে চলেছে আগামীকাল সোমবার। নিউটাউনে হিডকোর নেতৃত্বে তৈরি হবে দুর্গাঙ্গন। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে সমাজের নানা ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এখানে বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের স্থায়ী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। এখানে শিল্পকলা, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চর্চা হবে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পর এমন উদ্যোগ দুর্গাঙ্গন পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যে নতুন পালক যোগ করবে। এটি মা দুর্গার নিত্যপুজোর একটি স্থায়ী আঙিনা হয়ে উঠবে বলে আশা সকলের।

সম্পাদকীয়

২০০২-র তালিকায় যোগসূত্র না মেলা ভোটারদের আজও শুনানি

রাজ্য জুড়ে SIR-শুনানি। নো ম্যাপিংয়ে থাকা ৩২ লক্ষ ভোটারের শুনানির দ্বিতীয় দিন। ২০০২-র তালিকায় যোগসূত্র না মেলা ভোটারদের আজও শুনানি। যাঁদের নামের বানান ভুল রয়েছে, ডাকা হচ্ছে তাঁদেরকেও। খসড়ায় ১ কোটি ৬৭ লক্ষের বেশি ভোটারের তথ্যে অসঙ্গতি, দাবি কমিশন সূত্রে। কমিশনের নির্দেশ, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যাঁদের নিজেদের বা মা-বাবার নাম নেই, তাঁদের নথি দিয়ে নাম তুলতে হবে।ভোটার অশোককুমার রায় বলেন, 'কোনও কারণে আমাকে বাড়ি থেকে কিছুদিন বাইরে থাকতে হয়েছে। ২০০২ সালে যে সময়টায় নাম নেই বলছেন, সেটা অন্য জায়গায় এখানে-ওখানে দু-তিন জায়গায় ভাড়া থেকেছি। তারপর ভোট দিতে এসে দেখছি, নাম নেই। বর্তমানে আমি একটা জায়গায় এসেছি ভাড়া। সেই ঠিকানা ভোটার কার্ডে নেই, পুরনো বাবার (ঠিকানা) আছে। আমার বাবা আজ বেঁচে থাকলে ১০০ বছর পুরো হত। তখনকার দিনে মানুষের জন্মতারিখ থাকত না। মোদির বাবার নামে কাগজ দেখাতে পারবে কিনা! আসল নেই। মোদির বয়স হয়তো আমার থেকে ২-১ বছর কম-বেশি হবে। 'কমিশনের নির্দেশ, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যাঁদের নিজেদের বা মা-বাবার নাম নেই, তাঁদের নথি দিয়ে নাম তুলতে হবে। এক্ষেত্রে কোন কোন নথি দেওয়া যাবে? কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের কর্মী হিসাবে কাজ করেছেন অথবা পেনশন পান এমন পরিচয়পত্র। ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের আগে ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, এলআইসি, স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া যে কোনও নথি। বার্থ সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট, মাধ্যমিক বা তার পরের শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট, রাজ্য সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দেওয়া বাসস্থানের শংসাপত্র, ফরেস্ট রাইট সার্টিফিকেট, জাতিগত শংসাপত্র,

কোনও নাগরিকের ন্যাশনাল রেজিস্ট্রার, স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া পারিবারিক রেজিস্ট্রার, জমি অথবা বাড়ির দলিল। এছাড়া সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচয়পত্র হিসাবে আধার কার্ড দেখানো যাবে। তবে তা দেখিয়ে নাগরিকত্বের দাবি করা যাবে না।

প্রসঙ্গত, রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের এ কে ঘোষ মেমোরিয়াল স্কুলে শুনানিতে লম্বা লাইন। গুরুতর অসুস্থকেও দাঁড়াতে হচ্ছে লাইনে। যাদবপুর থানার তালতলার বাসিন্দা অম্লান কুসুম করকে দেখা গিয়েছে লাইনে। যাদবপুরের তালতলার বাসিন্দা অম্লানকুসুম কর গুরুতর অসুস্থ। তার উপর হাতে সংক্রমণ। সেই অবস্থাতেই হিয়ারিংয়ে ডাক পেয়ে রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের এ কে ঘোষ মেমরিয়াল স্কুলে এসেছিলেন তিনি।

যাদবপুর তালতলার ভোটার অম্লানকুসুম কর বলেন,কাগজপত্র আমার সমস্ত সবই আছে। কিন্তু আমি যদি জানতাম যে, বাড়িতে গিয়ে এটা করবে, আমার খুব সুবিধা হত।তাহলে আমাকে আর আসতে হত না। আসল সমস্যাটা হচ্ছে, বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারছি না। যেহেতু ২০০২-তে নামটা নেই, আপনাকে এখানে এসেই করতে হবে। টালিগঞ্জের বাসিন্দা, গৌরী রায়চৌধুরী। হিয়ারিংয়ে তাঁর ডাক পড়েছিল কালীঘাটের শাহনগর হাইস্কুলে। টালিগঞ্জের বাসিন্দা গৌরী রায়চৌধুরী বলেন,' শুধু হেনস্থা করা। আমার ২০০২-এ কী করে যে ভোটটা বাদ গেল, জানি না। কোনওদিন আমার ভোট বাদ যায়নি। ভোট দিয়েছি, সব করেছি। এখন ওঁরা দেখে বলছে, না আপনার নাম নেই। এখন এখানে আসার পরে, দেখার পরে বলছে, না আপনার মায়ের (নথি গ্রাহ্য) হবে, আপনি তো অরিজিন্যাল। তাহলে ডাকলেন কেন? '

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(সপ্তম পর্ব)

এ সময়ই একজন সনাতন ধর্মাবলম্বী তথা কোমলমতি শিক্ষার্থীও ধর্মীয় চেতনা পেয়ে থাকে। লক্ষণীয়, আমরা (বড়রা) প্রতিমায় ভক্তি নিবেদনের ক্ষেত্রে ওই প্রতিমার প্রণাম-মন্ত্রটুকুও জানি না! প্রণাম নিবেদনেও যে কত আধুনিকতা যুক্ত হয়েছে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়!শিক্ষার্থীসহ পূজিত সবাই যেন তার তাৎপর্য ও পূজার মূল

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(১ম পাতার পর)

সাব-ইনস্পেক্টরের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ! ক্যানিংয়ে শোরগোল

থানার পিছনে কোয়ার্টারে গিয়েছিলেন ওই হোমগার্ড। তার পর আর থানায় যাননি।এর মধ্যে বার বার বাড়ির থেকে ফোন করা হয় রেশমিকে। মেয়ের খোঁজ না পেয়ে কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ থানায় যোগাযোগ করে পরিবার। রেশমির বোন রুকসানা খাতুন সোজা কোয়ার্টারে চলে গিয়েছিলেন। তিনি কোয়ার্টারে দিদির ঘরের ঢুকে দেখেন ওড়না গলায় প্যাঁচানো অবস্থায় সিলিং থেকে ঝুলছে দিদির দেহ। তাঁর চিৎকার-চেঁচামেচিতে ক্যানিং থানার থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় তারা।এর মধ্যে হোমগার্ডকে খুনের অভিযোগ তুলে ওই থানার সাব-ইনস্পেক্টরকেই অভিযুক্ত করেছে মৃত হোমগার্ডের পরিবার। এই মর্মে লিখিত অভিযোগও জমা পড়েছে। মৃতার পরিবারের দাবি, গুলজানের সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক জড়িয়ে পড়েন ওই পুলিশকর্মী। ওই নিয়ে গন্ডগোল হয়েছিল। সে জন্যই রেশমিকে খুন করেছেন তিনি।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

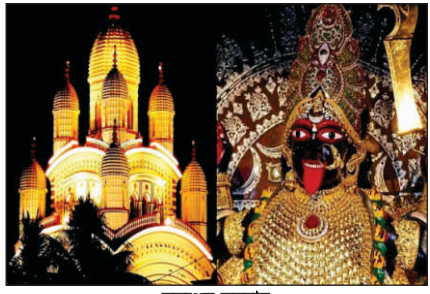

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

চন্দ্রকেতুগড়ে একজন একশৃঙ্গ মাতৃকার মূর্তি পাওয়া যায়, সময়কাল মোটামুটি ২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। তবে চন্দ্রকেতুগড়ে একটি টেরাকোটা প্লাক পাওয়া যায় যেখানে এই একশৃঙ্গ ফিগারটির সঙ্গে একজন পুরুষ, সম্ভবত ভাই, খুনসুটি করছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আইডিএফসি ফার্স্ট প্রাইভেট ব্যাংকিং এবং হুরুন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া'স টপ 200 সেলফ-মেড এন্টারপ্রেনারস অফ দ্য মিলেনিয়া 2025'-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ডিসেম্বর 2025: আইডিএফসি ফার্স্ট প্রাইভেট ব্যাংকিং এবং হুরুন ইন্ডিয়া 'আইডিএফসি ফার্স্ট প্রাইভেট অ্যান্ড হুরুন ইন্ডিয়া'স টপ 200 সেলফ-মেড এন্টারপ্রেনারস অফ দ্য মিলেনিয়া 2025' -এর তৃতীয় সংস্করণ চালু করেছে, যা 2000 সালের পর প্রতিষ্ঠিত ভারতের 200টি সবচেয়ে মূল্যবান কোম্পানির তালিকা। এই কোম্পানিগুলিকে তাদের মূল্য অনুসারে স্থান দেওয়া হয়েছে, লিস্টেড কোম্পানিগুলির জন্য মার্কেট ক্যাপিটালিসেশান এবং নন লিস্টেড কোম্পানিগুলির ভালুয়েশন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এই তালিকাটি পৌঁছানোর শেষ তারিখ ছিল 25 সেপ্টেম্বর 2025। এই তালিকাটি শুধুমাত্র ভারতে সদর দপ্তরযুক্ত কোম্পানিগুলিকে বোঝায় (রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি এবং বিদেশী কোম্পানির সহায়ক সংস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত নয়)।

"ইন্ডিয়া'স টপ 200 সেলফ-মেড এন্টারপ্রেনারস অফ দ্য মিলেনিয়া 2025" তালিকার সমস্ত কোম্পানির সম্মিলিত মূল্য হল 42 লক্ষ কোটি টাকা এবং এতে ভারতের 51টি শহরের উদ্যোক্তারা রয়েছেন। তালিকাটি শুরু হওয়ার পর প্রথমবারের মতো, ইটারনালের প্রতিষ্ঠাতা দীপিন্দর গোয়েল (42) ডিমার্টের আর কে দামানিকে (70) ছাড়িয়ে এক নম্বর স্থান অধিকার করেছেন। 88 জন উদ্যোক্তা নিয়ে বেঙ্গালুরু শীর্ষে, তার পর আছে 83 জন উদ্যোক্তা নিয়ে মুম্বাই এবং 52 জন নিয়ে নয়াদিল্লি, সব মিলিয়ে এরা তালিকার অর্ধেকেরও বেশি। আর্থিক পরিষেবা খাতের শীর্ষে 47টি কোম্পানি রয়েছে, তারপরে রয়েছে সফটওয়্যার ও পরিষেবা (28), স্বাস্থ্যসেবা (27) এবং খুচরা (20)। উল্লেখযোগ্যভাবে, 189টি কোম্পানি - তালিকার প্রায় 95% - বহিরাগত বিনিয়োগকারী, বাকিগুলো নতুন বিনিয়োগকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংকের ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট এবং প্রাইভেট ব্যাংকিংয়ের প্রধান শ্রী বিকাশ শর্মা বলেন, "ভারত তার উদ্যোক্তা বাস্তুতন্ত্রের গুণমানের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশগুলির মধ্যে একটি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আইডিএফসি ফার্স্ট প্রাইভেট অ্যান্ড হুরুন ইন্ডিয়ার টপ 200 সেলফ-মেড এন্টারপ্রেনারস অফ দ্য মিলেনিয়া 2025 ভারতের প্রাণবন্ত স্টার্টআপ এবং উদ্যোক্তা যাত্রা উদযাপনের আরেকটি বছর হিসেবে চিহ্নিত করে। এই প্রতিবেদনটি দেশের অর্থনৈতিক ভূদৃশ্য পুনর্গঠনকারী দূরদর্শী নেতাদের অসাধারণ গল্পগুলিকে সম্মান জানায়। তাদের স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাবন এবং উৎকর্ষের নিরলস সাধনা আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংকে আমরা যে মূল্যবোধের সাথে গভীরভাবে অনুরণিত হই, তা প্রতিফলিত করে। এই প্রকাশনার মাধ্যমে, আমরা গর্বের সাথে এই পথিকৃৎদের তুলে ধরছি এবং ভারতের প্রবৃদ্ধির গল্পকে শক্তিশালী করে এমন উদ্যোক্তা চেতনা লালন করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি।"

হুরুন ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান গবেষক আনাস রহমান জুনাইদ বলেন: "আইডিএফসি ফার্স্ট প্রাইভেট অ্যান্ড হুরুন ইন্ডিয়ার টপ 200 সেলফ-মেড এন্টারপ্রেনারস অফ দ্য মিলেনিয়া 2025 সেলফ-মেড এন্টারপ্রেনারস এর বিশাল অর্থনৈতিক প্রভাব তুলে ধরেছে, যারা মাত্র 25 বছরে 469 বিলিয়ন ডলারের ব্যবসায়িক মূল্য তৈরি করেছেন। এই মোট মূল্য ইতিমধ্যেই ভারতের শীর্ষস্থানীয় পারিবারিক ব্যবসার এক-চতুর্থাংশের সমান, যেখানে 73 বছরের মূলধনী কোম্পানিগুলি রয়েছে। 2020 সালের পরে প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি কোম্পানির সম্মিলিত মূল্য এখন 78,000 কোটি টাকা। এই উদ্যোক্তারা প্রবৃদ্ধি চালাচ্ছেন এবং দেশ গঠনে অবদান রাখছেন। কর্মচারীদের সুবিধা এই বছর 54,000 কোটি টাকা থেকে বেড়ে 57,200 কোটি টাকা হয়েছে, যা মানুষের উপর তাদের বিনিয়োগকে প্রতিফলিত করে।"

পদ্ধতি

'আইডিএফসি ফার্স্ট প্রাইভেট অ্যান্ড হুরুন ইন্ডিয়া'স টপ 200 সেলফ-মেড এন্টারপ্রেনারস অফ দ্য মিলেনিয়া 2025' হল এমন একটি তালিকা যা 2000 সালে বা তার পরে প্রতিষ্ঠিত ভারতে অবস্থিত 200টি সবচেয়ে মূল্যবান কোম্পানিকে স্বীকৃতি দেয়। এই তালিকাটি সেলফ-মেড ভারতীয় উদ্যোক্তাদের ব্যতিক্রমী কৃতিত্বের উপর আলোকপাত করে যারা এই সহস্রাব্দে সবচেয়ে মূল্যবান কোম্পানি তৈরি এবং লালন-পালন করেছেন। এই তালিকার র‍্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠাতাদের দ্বারা তৈরি উদ্যোগের মূল্যের ক্রম অনুসারে, প্রতিষ্ঠাতাদের নিজস্ব সম্পদের ক্রম অনুসারে নয়।

তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির জন্য, বাজার মূলধন কাট-অফ তারিখ অনুসারে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলির মূল্যের উপর ভিত্তি করে। নন লিস্টেড কোম্পানিগুলির জন্য, হুরুন রিসার্চের মূল্যায়ন তাদের তালিকাভুক্ত সমতুল্যদের সাথে তুলনা করে প্রচলিত ইন্ডাস্ট্রি গুণিতক যেমন মূল্য থেকে আয়, মূল্য থেকে বিক্রয়, ইভি থেকে বিক্রয় এবং ইভি থেকে এবিআইটিডিএ ব্যবহার করে করা হয়। আর্থিক তথ্য সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন বা নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি থেকে নেওয়া হয়েছে।

হুরুন গবেষণা দল মূল্যায়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য উল্লেখযোগ্য ফান্ডিং রাউন্ডের উপর ভিত্তি করে সাম্প্রতিক মূল্যায়নের উপর নির্ভর করেছে। উপরন্তু, কিছু ক্ষেত্রে, আমরা একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণ প্রদানের জন্য বিনিয়োগকারীদের দ্বারা রিপোর্ট করা মার্কডাউন মূল্যায়ন বিবেচনা করেছি।

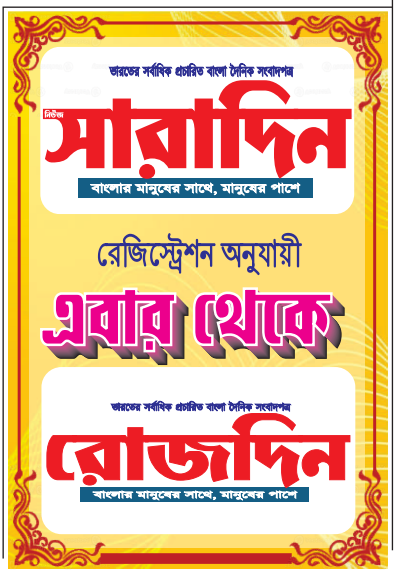

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

মন কি বাতের ১২৯ তম পর্বের কিছু তথ্য প্রধানমন্ত্রী সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন

(প্রথম পর্ব)

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আমার প্রিয় দেশবাসী, নমস্কার। মন কি বাতে আবার স্বাগত জানাই, অভিনন্দন জানাই আপনাদের। কয়েক দিনের মধ্যেই দরজায় কড়া নাড়বে ২০২৬ সাল, আর আজ, যখন আমি কথা বলছি আপনাদের সঙ্গে, তখন পুরো একটা বছরের স্মৃতি ঘুরেফিরে আসছে মনের মধ্যে – কত ছবি, কত আলোচনা, কত সাফল্য, যেগুলি একসূত্রে বেঁধেছে দেশকে। ২০২৫ এমন কিছু মুহূর্ত দিয়েছে আমাদের যা নিয়ে গর্বিত হয়েছেন প্রতিটি ভারতবাসী। দেশের প্রতিরক্ষা থেকে খেলাধুলোর ময়দান অবধি, বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার থেকে বিশ্বের বড়-বড় মঞ্চ পর্যন্ত। প্রতিটি জায়গায় নিজের দৃঢ় পদচিহ্ন রেখেছে ভারত। এই বছর অপারেশন সিঁদুর প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য গর্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে। বিশ্ব দেখেছে যে আজকের ভারত নিজের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো আপোষ করে না। অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভারত মায়ের প্রতি ভালোবাসা আর সমর্পণের ছবি সামনে এসেছে। মানুষজন নিজেদের মত করে ব্যক্ত করেছেন নিজেদের অনুভূতি।

বন্ধুরা, এই আবেগ তখনও দেখা গিয়েছিল যখন বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্ণ হয়। আমি আপনাদের অনুরোধ করেছিলাম #VandeMataram150 যুক্ত করে নিজেদের বার্তা এবং পরামর্শ পাঠাতে। দেশের মানুষ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিয়েছেন এই অভিযানে।

বন্ধুরা, খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও স্মরণীয় বছর হয়ে রইল ২০২৫। আমাদের পুরুষ ক্রিকেট দল আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে। মহিলা ক্রিকেট দল প্রথম বার জিতে নিয়েছে বিশ্বকাপ। ভারতের কন্যারা উইমেন্স ব্লাইণ্ড টি-টুয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে ইতিহাস রচনা করেছে। এশিয়া কাপ টি-টুয়েন্টিতেও গর্বের সঙ্গে উড়েছে তেরঙ্গা পতাকা। প্যারা অ্যাথলীটরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বহু পদক জিতে প্রমাণ করেছে কোনো বাধাই উদ্যমের পথ আটকাতে পারে না। বিজ্ঞান এবং মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রেও বড় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে ভারত। প্রথম ভারতীয় হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে পৌঁছেছেন শুভাংশু শুক্লা। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বন্যপ্রাণ রক্ষার সঙ্গে জড়িত অনেক উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য হয়ে রইল ২০২৫ সালে। ভারতে চিতার সংখ্যাও এখন তিরিশের বেশি হয়ে গিয়েছে। ২০২৫এ আস্থা, সংস্কৃতি এবং ভারতের অসামান্য ঐতিহ্য - ভাস্বর হয়ে উঠেছে। বছরের শুরুতে প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের আয়োজন গোটা বিশ্বকে বিস্মিত করেছে। বছরের শেষে অযোধ্যার রামমন্দিরে ধ্বজারোহণ সমারোহ প্রতিটি ভারতীয়কে গর্বিত করেছে। স্বদেশী নিয়েও মানুষের উৎসাহ ছিল লক্ষণীয়। মানুষ সেই পণ্যই কিনেছেন যার সঙ্গে জুড়ে আছে কোনো ভারতীয়ের শ্রম এবং যাতে রয়েছে ভারতের মাটির সুঘ্রাণ। আজ আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, ২০২৫ সাল ভারতকে আরও বেশি আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। এটাও সত্যি যে এই বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয় সহ্য করতে হয়েছে আমাদের, বহু অঞ্চলে সম্মুখীন হতে হয়েছে এমন বিপর্যয়ের। এখন দেশ ২০২৬ সালে নতুন আশা, নতুন শপথের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আজ বিশ্ব অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে ভারতের দিকে। ভারতের থেকে প্রত্যাশার সবথেকে বড় কারণ হচ্ছে এর যুবশক্তি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য, নতুন-নতুন উদ্ভাবন, প্রযুক্তির বিস্তার – এসব দেখে গোটা বিশ্বের নানা দেশ খুবই প্রভাবিত। সাথী, ভারতের তরুণদের মধ্যে সবসময় নতুন কিছু করার উদ্যম রয়েছে এবং তাঁরা সচেতনও বটে। আমার তরুণ সাথীরা অনেক বার আমাকে প্রশ্ন করেন যে দেশগঠনে নিজেদের অবদান বাড়াবেন কীভাবে? কীভাবে তাঁরা শেয়ার করতে পারেন নিজেদের আইডিয়া? অনেক সাথী প্রশ্ন করেন যে আমার সামনে কীভাবে তাঁরা নিজেদের ভাবনা পরিবেশন করতে পারেন। আমার তরুণ সাথীদের এই জিজ্ঞাসার উত্তর হল ‘বিকশিত ভারত ইয়ং লীডারস ডায়লগ’। গত বছর এর প্রথম সংস্করণ অনুষ্ঠিত হয়, এবার কিছু দিন বাদে এর দ্বিতীয় সংস্করণ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সামনের মাসের ১২ তারিখে স্বামী বিবেকানন্দজীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ‘জাতীয় যুব দিবস’ উদযাপিত হবে। এই দিন ‘ইয়ং লীডারস ডায়লগ’ও অনুষ্ঠিত হবে আর আমিও অবশ্যই যোগ দেব এতে। এতে আমাদের তরুণরা উদ্ভাবন, ফিটনেস, স্টার্টআপ ও কৃষির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজেদের আইডিয়া ভাগ করে নেবেন। আমি এই অনুষ্ঠানের বিষয়ে খুবই উৎসুক।

বন্ধুরা, এটা দেখে আমার ভালো লেগেছে যে এই অনুষ্ঠানে আমাদের তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। কিছুদিন আগেই এর সঙ্গে যুক্ত এক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা হয়। এতে পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি তরুণ সামিল হন। একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতাও হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা নানা বিষয়ে নিজেদের ভাবনা ভাগ করে নেয়। এই প্রতিযোগিতায় তামিলনাড়ু প্রথম স্থানে এবং উত্তরপ্রদেশ দ্বিতীয় স্থানে ছিল।

বন্ধুরা, এখন দেশের মধ্যেই তরুণরা তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের নতুন নতুন সুযোগ পাচ্ছে। এমন অনেক প্লাটফর্ম তৈরি হচ্ছে যেখানে যুবরা তাদের যোগ্যতা এবং পছন্দ অনুযায়ী প্রতিভা প্রদর্শন করতে পারে। এমনই একটা প্লাটফর্ম হলো Smart India Hackathon; এমন একটা মাধ্যম যেখানে ভাবনা রূপান্তরিত হয়।

বন্ধুরা, 'Smart India Hackathon ২০২৫' এ মাসেই সমাপ্ত হয়েছে। এই Hackathon চলাকালীন ৮০-টিরো বেশি সরকারি দপ্তরের ২৭০-এর অধিক সমস্যা নিয়ে ছাত্ররা কাজ করেছে। ছাত্ররা এমন বিষয়ে সমাধান দিয়েছিলো যেগুলো বাস্তব জীবনের চ্যালেঞ্জের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলো। যেমন ট্রাফিকের সমস্যা। এটা নিয়ে যুবরা 'স্মার্ট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট' সংক্রান্ত ভীষণ আকর্ষণীয় পারস্পেকটিভ শেয়ার করেছে। financial fraud এবং Digital arrest-এর মতো সমস্যার সমাধান নিয়েও যুবরা নিজেদের ধারণা তুলে ধরেছে। গ্রামে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিংয়ের জন্য সাইবার সিকিউরিটি ফ্রেমওয়ার্কের মতো বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছে। বহু তরুণ

ক্রমশঃ

সিনেমার খবর

শেষ মুহূর্তে কেন ভেঙে যায় শিল্পা-অক্ষয়ের বিয়ে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সালমান খানের মত বলিউডের 'খিলাড়ি' খ্যাত নায়ক অক্ষয় কুমারেরও সাবেক প্রেমিকাদের তালিকা বেশ দীর্ঘ। নব্বইয়ের দশকে একাধিক নায়িকার সঙ্গে তার চুটিয়ে প্রেমের খবর সামনে এসেছে। কখনও সেই সম্পর্ক গড়িয়েছে বাগদান পর্যন্ত। তবে শিল্পা শেঠির সঙ্গে অক্ষয়ের প্রেম ছিল বহুল চর্চার বিষয়।

তবে বিয়ে ঠিক হয়েও বাধ সাধেন শিল্পার বাবা-মা! বলিউড হাঙ্গামাকে অক্ষয়ের দীর্ঘদিনের সহকর্মী পরিচালক সুনীল দর্শন জানান, বিয়ের আগে শিল্পার মা-বাবা নাকি বেশ কিছু শর্ত দিয়েছিলেন অক্ষয়কে। এক সাক্ষাৎকারে সুনীল বলেন, ওই সময়ে বলিউডের অন্যতম সুদর্শন জুটি ছিলেন অক্ষয় ও শিল্পা। তারা তাদের জীবনকে একসঙ্গে বাঁধতে চাইলেও নিয়তি তা হতে দেয়নি।

শিল্পার পরিবারের চাপিয়ে দেওয়া শর্তের কথা তুলে ধরে সুনীল বলেন, যদিও শর্তগুলো ঠিক কী কী, সেই নিয়ে কখনও প্রকাশ্যে আলোচনা করেননি শিল্পা বা অক্ষয়ের কেউই। কিন্তু, আমাদের অনেকেরই ধারণা শিল্পার পরিবার মেয়ের আর্থিক নিরাপত্তার দিকটা দেখে নিতে চেয়েছিলেন। সেখানেই নাকি অশান্তির সূত্রপাত।

সুনীল বলেন, কেউ কেউ অবশ্য বলেন, শিল্পা জানতে পেরে গিয়েছিলেন যে তার পাশাপাশি টুইঙ্কল খান্নার সঙ্গেও সমান তালে সম্পর্ক রেখেছিলেন অক্ষয়। তার পরেই অক্ষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে সরে আসেন তিনি।

তখন কি অক্ষয়ের ক্যারিয়ার ভালো যাচ্ছিল না? সঞ্চালকের এই প্রশ্নে সুনীল বলেন, ক্যারিয়ার ভালোই চলছিল। তখন অক্ষয়ের 'জানোয়ার' সিনেমা মুক্তি পায়। 'ধাড়কান', 'হেরা ফেরি' সিনেমার শুটিং শুরু হয়। তাই তার ক্যারিয়ার মসৃণ ছিল না, এটা বলা যাবে না। আমার মনে হয় শিল্পার মা-বাবার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। তবে ভাগ্য তাদের এক হতে দেয়নি, এটা বলাই ভালো।

বর্তমানে টুইঙ্কেল খান্নার সঙ্গে চুটিয়ে সংসার করছেন অক্ষয়। অন্য দিকে, ব্যবসায়ী রাজ কুন্দ্রাকে বিয়ে করেছেন শিল্পা। তাদের নিয়ে একাধিক বিতর্ক তৈরি হলেও চিড় ধরেনি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে।

কেন অস্বস্তিতে পড়েছিলেন অভিনেতা সাইফ আলি খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অভিনয়ের পাশাপাশি বিয়েবাড়িতে গিয়ে নেচেও অর্থ উপার্জন করেন বলিউড তারকারা। সেই তালিকায় রয়েছে বলিউডের প্রথমসারির অনেক তারকার নামও। সেই কাজ একেবারেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না পতৌদি পরিবারের নবাব ও অভিনেতা সাইফ আলি খান। বিয়েবাড়িতে অতিথি হয়ে যাওয়া আর মনোরঞ্জন করার জন্য যাওয়া— এই দুইয়ের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে বলেও মনে করেন তিনি। সম্প্রতি গণমাধ্যমের এক সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে কথা বলেন অভিনেতা।

অতীতের ঘটনা স্মরণ করে সাইফ আলি খান বলেন, আমি একবার বিয়েবাড়িতে নাচছিলাম। আমার কাকিমা, যিনি খুবই শৌখিন ও রাজকীয় ধরনের নারী, আমার সঙ্গে এসে দেখা করেন। তিনি আমাকে বলেন— দয়া করে আমাকে বলিস না, তুই এখানে নাচছিস।

তিনি বলেন, সে কথা শুনে আমার একটু অস্বস্তি হয়েছিল। তবে বিনোদন জগতের মানুষ হিসাবে এবং এমন কাকিমার কাছে অপমানিত না হলে, বিয়েতে নাচার মধ্যে সত্যিই খারাপ কোনো কিছু নেই। তবে বিদেশে বিয়েবাড়িতে নাচতে তার কোনো অসুবিধা হয় না বলে জানান সাইফ।

এ পতৌদি পরিবারের নবাব বলেন, পর্তুগালে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে নেচে তিনি আনন্দ পেয়েছিলেন। কিন্তু স্থানীয় এলাকার বিয়েতে নাচতে তার অস্বস্তি হয়। অথচ অভিনেতারা আজকাল খুব সহজলভ্য হয়ে গেছেন।

সাইফ বলেন, আজকাল আর মানুষ অভিনেতাদের দেখে অবাক হন না। তবে মনে হয়, অজয় দেবগন কিছুটা গোপনীয়তা বজায় রাখেন। তাই ওকে ছবিতে দেখার জন্য আমি খুব মুখিয়ে থাকি।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি উদয়পুরে বসেছিল শিল্পপতি রাজু মন্টেনার কন্যা নেত্রা মন্টেনার বিয়ের আসর। সেই বিয়ের আসরে বসেছিল বলিউডের চাঁদের হাট। রণবীর সিং থেকে জাহ্নবী কাপুর— অনেকেই সেই বিয়েতে নেচেছেন। এবং সেই বিয়ের অনুষ্ঠানের নানা মুহূর্তের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে।

অমিতাভকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে বসলেন কার্তিক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চনের 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান। সেখানে অমিতাভের মুখোমুখি বসে চোখে চোখ রেখেই একের পর এক প্রশ্ন করেন কার্তিক। অভিনেতা জিজ্ঞাসা করেন, অমিতাভের সামাজিক মাধ্যমের পাসওয়ার্ড কি জয়া বচ্চন জানেন? এ কথা শুনেই আঁতকে ওঠে 'বিগবি' বলেন— 'পাগল নাকি, আমি এটা ওকে বলব?'

বর্ষীয়ান অভিনেত্রী জয়া বচ্চনের সঙ্গে তার সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে অনুরাগীদের কৌতূহলের শেষ নেই। কার্তিক সে বিষয়েই প্রশ্ন করলেন বিগবিকে। বার্ধক্যের জন্য খাবারে নানা রাশ টানতে হয়। অমিতাভ কি জয়াকে লুকিয়ে নানা রকমের খাবার খান?—এমন প্রশ্ন শুনেও চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় শাহেনশাহের। শুধু তাই নয়, বিগবিকে হাত দিয়ে কোরিয়ান 'হৃদয়' তৈরি করার কায়দাও শিখিয়ে দেন কার্তিক আরিয়ান।

এ অনুষ্ঠানে কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী অনন্যা পান্ডে। এ তারকা জুটি তাদের সিনেমা 'তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি'র প্রচার করেন সেই অনুষ্ঠানে। এ সিনেমার ঝলক থেকেই সাড়া পড়েছিল। ঝলকে সাবেক প্রেমিক-প্রেমিকা কার্তিক ও অনন্যাকে চুম্বন করতে দেখা গিয়েছিল। সেই সিনেমা ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনরা প্রশ্ন করেছিলেন— আবার কি ভাঙা সম্পর্কে জোড়া লাগল?

উল্লেখ্য, অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান ও অভিনেত্রী অনন্যা পান্ডে ২০১৯ সালে 'পতি পত্নী অউর উয়ো' সিনেমায় জুটি বেঁধেছিলেন । সেই সময়ে পর্দার রসায়ন নাকি বাস্তবেও ছড়িয়ে পড়েছিল। অনন্যার মাও এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন— কন্যার সঙ্গে কার্তিকের জুটি তার খুবই পছন্দ।

নাটকীয় ফাইনালে জর্ডানকে হারিয়ে আরব কাপ জিতল মরক্কো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তিন বছর আগে যে মাঠে আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্স উপহার দিয়েছিল ফুটবলের ইতিহাসের সেরা ম্যাচে একটি, সেখানে আরব কাপের ফাইনালে হলো জমজমাট এক লড়াই। উজ্জীবিত ফুটবল খেলা জর্ডানকে হারিয়ে শিরোপা জিতল মরক্কো।

কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার ৩-২ গোলে জিতেছে মরক্কো।

ওসামা তান্নানের গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় মরক্কো। দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতে সমতা ফেরানোর পর সফল স্পট কিকে দলকে এগিয়ে নেন আলি ওলওয়ান। শেষ দিকে সমতা ফেরানোর পর অতিরিক্ত সময়ে ব্যবধান গড়ে দেন আব্দেররাজ্জাক হামেদ-আল্লাহ। ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যায় মরক্কো। চতুর্থ মিনিটে ৩৫ গজ দূরের থেকে গতিময় শটে জালে খুঁজে নেন তান্নানে।

আট মিনিট পর ডি বক্সের বাইরে থেকে কারিম এল বেরকাউয়ির জোরাল শট ঠেকিয়ে ব্যবধান বাড়তে দেননি জর্ডান গোলরক্ষক।

৩৩তম মিনিটে ম্যাচে নিজেদের প্রথম বড় সুযোগ পায় জর্ডান। হুসাম আবু আল দাহাবের হেড ফিরিয়ে দেন মরক্কো গোলরক্ষক মেহদি বেনাবিদ। বিরতির পরপরই সমতা ফেরায় মরক্কো। দ্রুত নেওয়া কর্নারের পর মোহাম্মাদ আবু তাহার ক্রসে চমৎকার হেডে জাল খুঁজে নেন অরক্ষিত ওলওয়ান।

৬৮তম মিনিটে ঠাণ্ডা মাথার স্পট কিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আল ওলওয়ান। ডি বক্সে আশরাফ এল মাহদিওইয়ের হ্যান্ডবলে জন্য ভিএআরে রিপ্লে দেখে পেনাল্টি দেন রেফারি।

৮৭তম মিনিটে সৌভাগ্যের এক গোলে সমতা ফেরান আব্দেররাজ্জাক। মোহাম্মদ হিরমাতের হেড ঝাঁপিয়ে ঠেকান জর্ডান গোলরক্ষক। ফিরতি বল আব্দেররাজ্জাকের গায়ে লেগে ফেরে পোস্ট ছুঁয়ে। ফের বল পেয়ে খুব কাছ থেকে জাল খুঁজ নেন তিনি।

অফসাইডের জোরাল তুলে জর্ডান। ভিএআরের সঙ্গে কথা বলে গোলের বাঁশি বাজান রেফারি। সমতার উল্লাসে মাতে মরক্কো।

যোগ করা সময়ের অষ্টম মিনিটে প্রতি-আক্রমণ থেকে নায়ক হওয়ার সুযোগ ছিল আলওয়ানের সামনে। কিন্তু গোলরক্ষককে একা পেয়েও তার বরাবরই শট নিয়ে হতাশ করেন তিনি। ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে।

আবার খেলা শুরু হলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জালে বল পাঠান আবু তাহা। তবে তার হ্যান্ডবলের জন্য মেলেনি গোল।

আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে উত্তেজনা ছড়ানো ম্যাচে আব্দেররাজ্জাকের গোলে এগিয়ে যায় মরক্কো। কর্নার থেকে বল পেয়ে মারওয়ানে সাদানের হেডে পোস্টের খুব কাছে বল পেয়ে যান আব্দেররাজ্জাক। বাকিটা অনায়াসে সারেন আল শাবাবের এই ফরোয়ার্ড।

বাকি সময় ব্যবধান ধরে রেখে আরব কাপে নিজেদের দ্বিতীয় শিরোপার উল্লাসে মাতে মরক্কো। ২০১২ সালে প্রথমবার ফাইনালে খেলেই জিতেছিল শিরোপা।

সামনে তাদের অপেক্ষায় আরেক বড় লড়াই। এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে আফ্রিকা কাপ অব নেশন্সের ম্যাচে নামতে হবে তাদের। আরব কাপে শিরোপা জিতে ব্রাজিল, স্কটল্যান্ড ও হাইতিকে একটা বার্তা দিয়ে রাখল মরক্কো।

রিয়াল সেন্টারব্যাককে পেতে আর্সেনালসহ তিন ক্লাবের লড়াই

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রিয়াল মাদ্রিদের তরুণ ডিফেন্ডার ভিক্টর ভালদেপেনাসকে দলে টানতে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা শুরু করেছে আর্সেনাল। মিকেল আর্তেতা ও স্পোর্টিং ডিরেক্টর আন্দ্রেয়া বেয়ার্তা ১৯ বছর বয়সী ডিফেন্ডারকে আর্সেনালের ভবিষ্যত হিসেবেই দেখছেন। তাদের মতে, আর্সেনালের গড়ে ওঠা স্কোয়াডের সঙ্গে ভালোভাবেই মানিয়ে নিতে পারেন বার্নাব্যুয়ের এই তরুণ।

সম্প্রতি আলাভেসের বিপক্ষে রিয়ারের সিনিয়র দলে অভিষেক হয় ভালদেপেনাসের। আন্তোনিও রুডিগার, এদের মিলিতাও, ডিন হুইসেন, আলভারো কারেরাস ও ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার-আর্নল্ডের মতো ডিফেন্ডার থাকা সত্ত্বেও তাকে দলে অন্তর্ভুক্ত করে কোচ জাবি আলোনসো। এতে ফুটে ওঠে ভালদেপেনাসের প্রতি আগ্রহ ও আস্থার ব্যাপারটি।

আলাভেসের বিপক্ষে রদ্রিগোর একমাত্র গোলে জয় পায় রিয়াল মাদ্রিদ। যদিও ম্যাচে রক্ষণভাগের ভঙ্গুরতা স্পষ্ট হয়। আলভারো কারেরাস নিষিদ্ধ থাকায়, স্বাভাবিকভাবে সেন্টারব্যাক হলেও বাঁ প্রান্তের ডিফেন্ডার হিসেবে ভালদেপেনাসকে নামান আলোনসো।

অভিষেক হলেও বার্নাব্যুতে নিয়মিত শুরুর একাদশে জায়গা পাওয়া ভালদেপেনাসের জন্য কঠিন। ইএসপিএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্পোর্টিং ডিরেক্টর আন্দ্রেয়া বেয়ার্তা ইতিমধ্যে এই ডিফেন্ডারকে ঘিরে একটি 'প্রস্তাব' তৈরির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছেন। আর্সেনাল ২০২৬ সালকে তাকে দলে ভেড়ানোর বাস্তবসম্মত সময় হিসেবে দেখছে।

বুন্দেসলিগার ক্লাবগুলোর নজরও রয়েছে ভালদেপেনাসের ওপর। বরুশিয়া ডর্টমুন্ড ও বায়ার লেভারকুসেন স্পেন অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ডিফেন্ডারকে দলে টানতে আগ্রহ দেখিয়েছে। বর্তমানে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ভালদেপেনাসের চুক্তি রয়েছে ২০২৯ সাল পর্যন্ত।

মেসি-ইয়ামালের লড়াই হবে কাতারের দোহায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ সালের ২৭ মার্চ কাতারের দোহায় লুসাইল স্টেডিয়ামে ফাইনালিসিমা ট্রফির ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হবে স্পেন ও আর্জেন্টিনার জাতীয় ফুটবল দল। এই ম্যাচ দিয়ে বার্সেলোনা তারকা লামিনে ইয়ামাল প্রথমবার ইন্টার মায়ামি ফরোয়ার্ড লিওনেল মেসির মুখোমুখি হবেন।

উভয় দেশের ফুটবল ফেডারেশন এই খবর নিশ্চিত করেছে।

২০২২ সালে ওয়েম্বলিতে ইতালিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ফিনালিসিমার বর্তমান ট্রফি জয়ী আর্জেন্টিনা। তার আগের দু'টি ফিনালিসিমাতে ফ্রান্স ১৯৮৫ সালে এবং ১৯৯৩ সালে আর্জেন্টিনা ট্রফি জিতেছিল।

২০২৪ সালে কোপা আমেরিকা জিতে আবারও ফাইনালিসিমা খেলার সুযোগ তৈরি করে লিওনেল মেসির দল। একই বছর ইউরো জেতে স্পেন।

এখন পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে মোট ১৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। লড়াই হয়েছে সমানে সমান। দুই দলই জিতেছে ছয়টি করে ম্যাচ জিতেছে এবং দু'টি ম্যাচ ড্র হয়েছে।

ফাইনালিসিমা ম্যাচের আগে প্রস্তুতির জন্য দুই দল একটি করে প্রীতি ম্যাচ খেলবে। স্পেন তাদের প্রীতি ম্যাচে মিশরের বিপক্ষে খেলবে এবং আর্জেন্টিনা কাতারের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR